যুগান্তর

তারিখ 26 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ভিকারুননিসার ছাত্রী ধর্ষণ মামলা

শিক্ষক পরিমলের যাবজ্জীবন ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

কোর্ট রিপোর্টার

রায়ের পর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পরিমলকে যুগান্তর

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের বসুন্ধরা শাখার ছাত্রী ধর্ষণের মামলায় শিক্ষক পরিমল জয়ধরকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বুধবার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক সালেহ উদ্দিন আহমদ জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের আদেশে বলা হয়, 'ভয়ভীতি দেখিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আসামিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ৯(১) ধারার অধীনে ধর্ষণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা গেল। আসামির বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হল।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাক্রম : ভিকারুননিসা নূন স্কুল বসুন্ধরা শাখার শিক্ষক পরিমল জয়ধর ২০১১ সালের ৫ জুন তার এফ ব্লকের ৬ নম্বর রোডের ৩৫৯ নম্বর বাসার নিচতলায় দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী প্রাইভেট পড়তে গেলে জোর করে তার হাত-পা বেঁধে ও মুখে ওড়না গুঁজে দিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায়। এ সময় শিক্ষক পরিমল তার মোবাইলে ধর্ষণের চিত্র ভিডিও করে এবং ঘটনা বলে দিলে ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ারও হুমকি দেয়। একই ভয় দেখিয়ে ওই ছাত্রীকে ১৭ জুলাই ও ২৮ মে আবারও ধর্ষণ করে লম্পট শিক্ষক পরিমল। ঘটনাটি ২১ জুলাই লিখিতভাবে প্রধান শিক্ষককে জানানোর পরও কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় ছাত্রী ও অভিভাবকরা আন্দোলন শুরু করে। তারা শিক্ষক পরিমলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ অধ্যক্ষের অপসারণেরও দাবি জানায়। ৫ জুলাই ওই ছাত্রীর বাবা বাড্ডা থানায় শিক্ষক পরিমল জয়ধর, মূল শাখার অধ্যক্ষ হোসনে আরা ও বসুন্ধরা শাখার অধ্যক্ষ লুৎফর রহমানের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ৯(১)/৩০ ধারায় মামলা দায়ের করেন। ৭ জুলাই র‍্যাব ও পুলিশ পরিমলকে গ্রেফতার করে। এর মধ্যে পরিমলের বিচার ও অধ্যক্ষকে অপসারণের দাবিতে ছাত্রী ও অভিভাবকরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, প্রেস ক্লাব ও স্কুলের সামনে বহুবার মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করে। বিষয়টি নিয়ে সারা দেশেই লম্পট শিক্ষক পরিমলের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মিছিল, মিটিং ও মানববন্ধন চলতে থাকে। সব মহলে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আন্দোলনের চাপে ও তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৩ জুলাই ভিকারুননিসা স্কুল মূল শাখার পরিচালনা পর্ষদের সভায় পরিমল জয়ধরকে শিক্ষকের পদ থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং মূল শাখার অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগমকেও দায়িত্ব অবহেলার জন্য তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়। অব্যাহতি দেয়া হয় পরিমলের সহযোগী অন্য দুই শিক্ষককেও। তবে ওই বছর (২০১১) ২৮ নভেম্বর পরিমলের বিরুদ্ধে দাখিল করা চার্জশিটে মূল শাখার অধ্যক্ষসহ শাখা অধ্যক্ষকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। প্রায় চার বছর বিচার চলার পর বুধবার রায় ঘোষিত হয়। আসামি পরিমল গোপালগঞ্জ জেলার

যাবজ্জীবন : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

যাবজ্জীবন : শিক্ষক পরিমলের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোটালীপাড়ার লাটেঙ্গা ইউনিয়নের ফিতিশ জয়ধরের ছেলে।

বিচারকের পর্যবেক্ষণ— আইওর চরম অদক্ষতা ও গাফিলতি : তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক এসএম শাহাদাৎ হোসেন এবং পুলিশ পরিদর্শক মাহবুবে খোদা, বিশেষত এসএম শাহাদাৎ হোসেন এই মামলার তদন্তে চরম অদক্ষতা ও গাফিলতি দেখিয়েছেন। পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার দু'জন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তার তদন্তে এরূপ গাফিলতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তারা সঠিকভাবে তদন্ত করলে ভিকটিমের অভিযোগ সমর্থনের জন্য তা অধিকতর সহায়ক হতো। তবে তাদের তদন্তের ওই দুর্বলতার কারণে এ মামলার আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বলা যায় না।

তবে, রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক, দালিলিক, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে। তাই আসামিকে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেয়া যেতে পারে।

বিচারক রায় ঘোষণার আগে তার পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় বলেন, 'রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপিত ২৮ জন সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য এবং ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টসহ অন্যান্য দালিলিক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামি পরিমল জয়ধর কর্তৃক তার কোচিং সেন্টারে ছাত্রীটিকে ধর্ষণ করেছে মর্মে ওই ছাত্রী ছাড়া আর কোনো সাক্ষী না থাকলেও ২০১১ সালের ১১ জুলাই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আসামির দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সত্য ও স্বেচ্ছামূলক ছিল।

মামলার বিচার : আলোচিত এ মামলায় রাষ্ট্র ও আসামির পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে গত ১০ নভেম্বর আসামিপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষ হয় এবং বিচারক মামলার রায় ঘোষণার জন্য দিন ধার্য করেন। গত ২১ অক্টোবর আসামি পরিমল আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে। তবে, আসামিপক্ষে এ মামলায় কোনো সাফাই সাক্ষী ছিল না। মামলার বিচার চলাকালে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগপত্রভুক্ত ৪০ জনের মধ্যে ২৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১২ সালের ৭ মার্চ এ মামলা থেকে ভিকারুননিসা স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম ও বসুন্ধরা শাখা প্রধান লুৎফর রহমানকে অব্যাহতি দিয়ে আসামি পরিমল জয়ধরের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল।

একই বছরের ৭ জুলাই পরিমল জয়ধর ঢাকার মহানগর হাকিম শাহরিয়ার মাহমুদ আদনানের কাছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকার করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। ২০১১ সালের ১৭ জুলাই ধর্ষিতা ওই ছাত্রী ঢাকার সাবেক মুখ্য মহানগর হাকিম শামীমা পারভিনের কাছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২২ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

চার্জশিট : ২০১১ সালের ২৮ নভেম্বর অধিকতর তদন্তকারী কর্মকর্তা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক মাহবুবে খোদা পরিমল জয়ধরকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১)/৩০ ধারায় অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম ও বসুন্ধরা শাখা প্রধান লুৎফর রহমানকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়, ভিকারুননিসা স্কুলের বসুন্ধরা শাখার দশম শ্রেণীর ওই ছাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে ২০১১ সালের ৫ ও ১৫ জুন এবং ২৮ মে ধর্ষণ করে শিক্ষক পরিমল। ওই সময় ওই ছাত্রীর নগ্ন ছবি মোবাইলে ভিডিও করা হয়। পরে ওই ভিডিও বাজারে ছাড়ার হুমকি দিয়ে আরও একাধিকবার তাকে ধর্ষণ করে লম্পট শিক্ষক পরিমল।

একই বছরের ১৪ আগস্ট বাড্ডা থানা পুলিশের পরিদর্শক এসএম শাহাদাৎ হোসেন প্রথমবার চার্জশিট দাখিল করেন। বাদীর নারাজির প্রেক্ষিতে ফের তদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

মামলা : ২০১১ সালের ৫ জুলাই ওই ছাত্রীর বাবা মাহমুদুল হক বাদী হয়ে বাড্ডা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১)/৩০ ধারায় পরিমল জয়ধর, অধ্যক্ষ হোসনে আরা এবং বসুন্ধরা শাখার প্রধান লুৎফর রহমানকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ৫ জুন শিক্ষক পরিমলের বসুন্ধরার এফ ব্লকের বাসায় প্রাইভেট পড়তে গেলে ওই শিক্ষক ছাত্রীকে হাত বেঁধে, মুখে ওড়না গুঁজে জোরপূর্বক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাশবিক নির্যাতন করে। উপর্যুপরি পাশবিক নির্যাতনে মেয়েটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সে সময় পরিমল তার মোবাইল ফোনে ছবি তোলে। ঘটনার শেষে ছাত্রীটির হাতের বাঁধন খুলে এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললে ইন্টারনেটে নির্যাতনের ছবি ছেড়ে দেয়া হবে বলে ভয় দেখায়। পরবর্তীতে ১৭ জুন পরিমলের কাছে পড়তে গেলে আবারও সে ওই ছাত্রীটিকে নির্যাতন করে। সেদিন ওই ছাত্রী প্রতিবাদ করলে পরিমল তাকে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। পরে ২১ জুন ওই ছাত্রী বিষয়টি ভিকারুননিসা স্কুলের বসুন্ধরা শাখার প্রধান লুৎফর রহমানকে খুলে বলে। তিনি বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন এবং পরে বিচারের আশ্বাস দেন। ২২ জুন শিক্ষক পরিমল স্কুলে এলে শাখা প্রধানকে বিষয়টি আবারও বলা হয়। ২৩ জুন স্কুলে অভিভাবকসহ মিটিং হয়। ওই মিটিংয়ে ভিকারুননিসার অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম উপস্থিত ছিলেন। শেষে ওই বছরের ২৮ জুন পরিমলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে শাখা প্রধানের কাছে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের স্বাক্ষরিত আবেদন জমা দেয়া হয়। কিন্তু পুরো বিষয়টিতেই অধ্যক্ষ কোনো ভূমিকা না রাখায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে পরিমল জয়ধর, অধ্যক্ষ হোসনে আরা এবং বসুন্ধরা শাখার প্রধান লুৎফর রহমানকে আসামি করে ছাত্রীর বাবা মামলা দায়ের করেন।

পরিমলের গ্রেফতার : মামলার পরদিন ৬ জুলাই পরিমলকে কেরানীগঞ্জের পরিমলের স্ত্রীর বড় বোনের বাসা থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব ও পুলিশ। গ্রেফতারের পর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিমলকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং একপর্যায়ে পরিমল আদালতে ধর্ষণের কথা স্বীকার করে জবানবন্দি দেয়। ঘটনার সহযোগী হিসেবে অন্য শিক্ষক বরুণ চৌধুরীকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপর থেকেই আসামি পরিমল কারাগারে রয়েছে।

আসামির প্রতিক্রিয়া : রায় ঘোষণা শেষে বিচারক এজলাস ত্যাগ করলে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে পরিমল বলেন, 'আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মহামান্য বিচারক আদেশ দিয়েছেন। আমি কী বলতে পারি। আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' ট্রাইব্যুনাল থেকে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় নিঃশব্দে পরিমলকে কাঁদতে দেখা যায়।

রাষ্ট্রপক্ষে ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পিপি ফোরকান মিয়া মামলাটি পরিচালনা করেন। তাকে সহায়তা করেন এপিপি রাজীব আহমেদ এবং মমতাজ বেগম। আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট মাহফুজ মিয়া। তাকে সহায়তা করেন শাহীন ব্যাপারি।

রাষ্ট্রপক্ষ এ রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এছাড়া বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা প্রদান কেন্দ্রের আইনজীবী মাহমুদ আক্তার এ রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, পরিমল একমাত্র আসামি যার মুখে কৃতকর্মের জন্য কোনো অনুশোচনার চিহ্ন দেখা যায়নি।

অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী মাহফুজ মিয়া রায়ে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আসামিকে গ্রেফতারের পর তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। র‍্যাব দিয়ে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছে। এ রায়ের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চ আদালতে যাবেন বলে জানান।